



www.banglainternet.com

represents

ISWAR CHANDRA
Akhyanmonjori 2

বিজ্ঞাপন

আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কলিকাতা

১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯৪৫।

দ্বিতীয় ভাগ

আখ্যানমঞ্জরী

দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লন্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবরগোল্ড স্মিথ অতিশয়দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয়-দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে বদ্ধ করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; আপনি অনুগ্রহ পূর্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যারপরনাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ডস্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ায় একমাত্র কারণ; অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন; রীতিমত আহার পাইলেই; সত্ত্বর সুস্থ ও সবল হইতে পারেন; ঔষধসেবন নিষ্পয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি; বাটীতে গিয়ে, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আঁলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের (১) বাস্ক বাহির করিয়া, দশটি গিনি (২) লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যাকমত বিবেচনা পূর্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূর্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

রোগী ও তাঁহার সহধর্মিণী, ঔষধের বাস্ক খুলিয়া তন্মধ্যে অঙ্কুরিত ঔষধ দেখিয়া সত্যিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোল্ডস্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১. পিল গুলি ঔষধ, ঔষধের বড়ি।

২. ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্মরণমুদ্রা, মূল্য ১৫।

যশার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্তী মার্সীল্‌স্‌ প্রদেশে, গয়ট্‌ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন! অত্যুৎকৃষ্ট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগবিলাসী ছিলেন না; অতি সামান্যরূপে আহার করিয়া, ও অতি সামান্যরূপে পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্‌ অতি মরাদ্ধম; প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে; কিন্তু এমনই কৃপণ স্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া না পরিয়া অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি প্রতিবেশীবর্গের নিকট যায় পর নাই কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত; বালকেরা ঐ অমুক যায় বলিয়া হাসি ও ভাষা করিত এবং ডেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ, দুঃখিত বা চলচিন্ত হইতেন না; তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সহাস্যবদনে চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট জীবদ্ধশায় সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাস্যসদ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদ্রূপে সকলে বিস্ময়াগ্নন হইয়াছিলেন। আন্তরিক ভক্তি সহকারে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসাকীর্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে অত্যন্ত হীনবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া উপার্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে পরিশ্রম ও আহার প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সতিশয় ক্লেষদীকার করিয়া, প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ, পূর্ণকৃত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্যনির্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সর্বনিয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গয়ট, সর্বাংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায়, প্রকৃত পরদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য, সচরাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয় দুঃস্থের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্ষেত্রের লেশমাত্র থাকে না।

মাতৃভক্তির পুরস্কার

যুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পব্যয়ক ভূতারা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভূতারা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

এক দিন প্রুশিয়ার অধিশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালক ভৃত্যকে নির্দ্রিত দেখিয়া তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত নিকটে গিয়া তাহার জামার বগলিতে একখানি পত্র সোধিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক বেতন পাইয়া জননীর ব্যয়নির্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল। তিনি টাকা পাইয়া পুত্রকে জিখিয়াছেন, বৎস তুমি যাহা পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া আমি অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি। তুমি যথার্থ মার্ভভক্ত; আশীর্বাদ করিতেছি জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পড়িয়া, ফ্রেডরিক অতিশয় আহলাদিত হইলেন। মাতৃভক্ত বালকের প্রশংসা করিতে করিতে নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্বক একটি টাকার থলি বহিষ্কৃত করিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকার থলিটি বালকের বগলিতে রাখিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গা হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন তোমার বিলম্বন নিদ্রা হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে তন্মধ্যে টাকার থলি দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বিষণ্ণ বদনে কাতর নয়নে রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নধূলি হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল; ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সে একটিও কথা বলিতে পারিল না। তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন অহে বালক কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন করিতেছ বল। তখন বালক জানু পাতিয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতজ্ঞ হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহারাজ ঐ টাকার থলি কিরূপে আমার বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোনও ব্যক্তি নিঃসন্দেহ আমার সর্বনাশের চেষ্টায় আছে; সে আমার নিদ্রিত অবস্থায়, ঐ টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিয়াছে; অবশেষে আমি চুরি করিয়াছি বলিয়া আমায় ধরাইয়া দিবে। এই বলিতে বলিতে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয় অবগত হইয়া রাজা প্রথমতঃ, যত আহলাদিত হইয়াছিলেন এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা অনেক অধিক আহলাদিত হইলেন; এবং বালকের উপর স্নাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিমগ্ন ও কাতর হইতেছ কেন? কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমার বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময় জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয় পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভয়বিহীন বালককে অভয়প্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও; এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানও ও লিখিয়া পাঠাও, আজ অবিধ আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান মন্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি কার্যবশতঃ মারসীল্‌স্‌ প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায়, জলপথে পরিভ্রমণ করিবার অভিলাষে তিনি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অজ্ঞবয়স্ক; তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বলিল আমরা দুই সহোদর সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি; যে উপার্জন করি তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়; আয়ের বৃদ্ধি করিবার মানসে আমরা অবসরকালে নাবিকের কর্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া মন্টেস্কু বলিলেন আমার বোধ হইতেছে তোমাদের অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্রেশকর নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণবশতঃ আমরাগকে এই নীচ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদেরকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না। আমাদের পিতা বিদ্যামান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্বারিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্বস্বহরণ পূর্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে দাস ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দয় নহেন; আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন; কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে আমি ঐ টাকার সঞ্গ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা আর আমায় দেখিতে পাইবে সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল তদীয় নয়ন হইতে অবিদ্রাব্য অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয় আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল; তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবনভূত হইয়া আছি। যত টাকা দিলে তিনি দাসত্বমুক্ত হইতে পারেন আমরা সেই টাকার সঞ্গ্রহের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অন্য উপায় না পাইয়া অবশেষে এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই; কিন্তু তদর্থে যথোচিত চেষ্টা না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃতত্ত্ব দেখিয়া, মন্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন দেখ, প্রথমতঃ, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে কি কারণে তোমরা এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলাম; তোমরা যথার্থ সুসন্তান; অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। একদিন তাহারা দুই সহোদরে দোকানে কর্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল; এবং আহলাদে গদ গদ হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে? আমার আশঙ্কা হইতেছে কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক এই টাকার সঞ্গ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য টাকা পাঠাই নাই; বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিকৃতি দিয়াছেন; তাহা আমি অবদারিত জানি। টাকাও অনেক; এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এত বড় আশ্চর্যের বিষয়! ফলতঃ তিনজনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; এ আর কাহারও কর্ম নহে। কিছুদিন পূর্বে এক সদাশয় দয়ালু মহাশয় আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দয়াশীল; প্রস্থানকালে আমাদেরকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দয়া করিয়া আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে মন্টেস্কুর দয়াতেই তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন; যাহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকতে, এক বড় মানুষের বাটীর বর্ধিধারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহস্বামী কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ?

ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি; আপনার শরণাগত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন; তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না; এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি আশ্রয়দানের পর বিষম শত্রু ও যারপরনাই অনিষ্টকারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। তদনুসারে গৃহস্থানী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন; তোমার কোনও আশঙ্কা নাই; তুমি আমার আশ্রয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আশ্রয়ে আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্থানী প্রত্যহ নিরুপিত সময়ে ভূত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, একদিন গৃহস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সজ্জায় কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমনের পুত্র ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে; শুনিয়াছি ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে; বৈরনির্ধাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্থানীর পিতা তাহা জানিতেন না; এক্ষণে গৃহস্থানীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া তিনি বলিলেন—মহাশয় আমি বুঝিতে পারিলাম জগদীশ্বর আপনকার বৈরনির্ধাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে অনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহস্তা; আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈরনির্ধাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্থানী বলিলেন, বোধ করি ক্রমাগন্ত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এই জন্যই আপনি এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনা বাক্য বলিতেছি না; এই বলিয়া যেরূপ, যেখানে, যে অবস্থায় গৃহস্থানীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিলেন।

পিতৃবধবৃত্তান্ত কণ্ঠগোচর হইবা মাত্র গৃহস্থানীর কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; অনন্তর ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসম্ভার করিয়া বলিলেন অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমার প্রাণবধ করা উচিত। কিন্তু তোমায় বিপদগ্রস্ত জানিয়া আপন আশ্রয়ে আশ্রয় দিয়াছি ও অভয়দান করিয়াছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্মগ্রস্ত হইতে পারিব না। আমি তোমায় প্যাথ্যেয়রূপে এতশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি; উহা লইয়া অবিলম্বে আমার আশ্রয় হইতে পলায়ন কর। অতঃপর এরূপ সাবধান হইয়া চলিবে যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে

আমার সাক্ষাৎকার না ঘটে; সাক্ষাৎকার ঘটিলেই আমার হস্তে তোমার মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিয়া একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তিনি ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন।

দয়া ও সন্ধিবেচনা

বিপক্ষেরা কুপরামর্শ দিয়া সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্তী প্রদেশে প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে; এই সংবাদ পাইয়া চীনের সম্রাট সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং শ্রী অমাত্যবর্গকে বলিলেন তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবিলম্বে বিপক্ষদের সমূলে উচ্ছেদ করিব। এই বলিয়া তিনি বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থ প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট প্রবল সৈন্য সহিত সন্নিহিত হইবামাত্র। বিদ্রোহীরা তাঁহার শরণাগত হইয়া নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য সম্রাটের সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন মহারাজ আপনি পূর্বে স্পষ্টবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বিদ্রোহীদের সমূলে উচ্ছেদ করিবেন; কিন্তু এক্ষণে ক্ষমা ও অভয় দান করিয়া তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনার প্রতিজ্ঞাপালন?

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া সম্রাট সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বিপক্ষদের সমূলে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু আমি উপস্থিত হইবামাত্র যখন উহারা আমার শরণাগত হইল এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল তখন উহারা আর আমার বিপক্ষ নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে তাহাতে উহারা আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা কদাচ উচিত হইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সন্ধিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

মানিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আর্গাইলনিবাসী আর্কেডিয়াস নামে এক ব্যক্তি সর্বদা তাঁহার সাতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়াস ঘটনাক্রমে ফিলিপের অধিকারে প্রবেশ করাতে রাজপুরুষেরা তাহাকে নিরুদ্ভ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন মহারাজ এই দুরাত্মা সতত আপনার কুৎসাকীর্জন করে; এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন এবং অতঃপর যাহাতে আর আপনার নিন্দা করিতে না পারে তাহারও যথোপযুক্ত উপায় বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া ফিলিপ বলিলেন তোমরা যে উপদেশ দিতেছ তদনুযায়ী কার্য করা সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। এই রাজব্যাক্ত জানিয়া সন্নিহিত ব্যক্তি মাঝেই মনে করিয়াছিলেন রাজা তাহাকে কারাগারে বন্ধ করিবেন এবং অবশেষে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া যথেষ্ট সমাদরপূর্বক আপন সম্মুখে বসাইলেন এবং তাহার নিজে ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা বলিয়া বন্ধুভাবে কথোপকথন করিলেন। এইরূপে যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টাচারের পর বহুমূল্য উপহার দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়াস্ ভাবিয়াছিলেন ফিলিপ তাহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন কিন্তু তাহার ব্যবহার দেখিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাহার প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন মহারাজ ওরূপ দুরাচারের সহিত এরূপ ব্যবহার করা আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই; ইহাতে উহার আরও আসপর্ষ্য বাড়িবে; এবং মনে করিবে আপনি উহার তোয়ামোদ করিলেন। ফিলিপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরে চারি দিক হইতে সংবাদ আসিতে লাগিল আর্কেডিয়াস্ এত কাল রাজ্যের বিষম শত্রু ছিল; এক্ষণে তাহার যারপর নাই হিতৈষী হইয়াছে। সর্বত্র সর্ববিধ লোকের নিকট সে রাজ্যের গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্তন করে এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে রাজ্যের উল্লেখ করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকে ম্যাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক নিরহঙ্কার উন্নতচিত্ত উদারচরিত পুরুষ কস্মিন কালেও কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমি যে সর্বিশেষ না জানিয়া এতকাল তাহার কুৎসাকীর্তন করিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত নির্বোধ ও যারপর নাই অভদ্রের কার্য হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া ফিলিপ পার্শ্ববর্তী রাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্বক সহাস্য বদনে বলিলেন এখন বল দেখি আমি তোমাদের অপেক্ষা নিপুণতর চিকিৎসক কি না?

দয়া ও সন্ধিবেচনা

ইংলন্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেন্‌টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে জঙ্গল; এরূপ স্থানে উপস্থিত হইলে সহসা এক ব্যক্তি জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল আপনকার সঙ্গে যে টাকা আছে আমায় দেন; নতুবা এখনই গুলি করিয়া আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেন্‌টোন চকিত হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন? যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্‌টোন টাকা বহিষ্কৃত করিয়া তাহাকে বলিলেন গুরে হতভাগা এই টাকা লও? যত শীঘ্র পার পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেন্‌টোনের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক পারচারক ছিল। তান তাহাকে বাগশেপ, ত্রাণ অপরিজ্ঞাত রূপে ঐ লোকটির পচাং যাও। এবং ও কোন স্থানে থাকে তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল এবং বগিল ও ব্যক্তি হেল্‌স্‌ওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা দেখিতে পাইলাম সে টাকার খণ্ডটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া এই টাকা আনিয়াছি লও; তৎপরে দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে আমি আপনার সর্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া নিতান্ত শোকাবুল হইয়া সে ব্যক্তি রোদন করিতে লাগিল।

এই কথা শুনিয়া শেন্‌টোন সে ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং জানিতে পারিলেন সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে, অবস্থা নিতান্ত মন্দ; পরিবার অনেকগুলি, কিন্তু পরিশ্রমী ও সংযতাব বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত অবগত হইয়া শেন্‌টোন বিবেচনা করিলেন ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেস্বপ পরিচয় পাইতেছি তাহাতে এ অপকর্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যাহাতে ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে এরূপ উপায় করিয়া দিলে, ইহাকে দূচরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

এই স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র সে বিষম বদনে তাহার চরণে নিপতিত হইল, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেন্‌টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া অশেষ প্রকারে তাহায় সাহুনা দান করিলেন; আশ্বাসপ্রদান পূর্বক, তাহাকে সভমবিহারে লইয়া আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন; এবং যাহাতে সে অনায়াসে পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, এরূপ এক কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি আর কখনও সে দস্যুবৃত্তি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ নামে এক কাফ্রি বারবেডো নগরে বাস করিতেন। তাহার কিছু অর্থসংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা তিনি যাহা পাইতেন তাহাতে তাহার স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ হইত। জোসেফ অতি সজ্জন ধর্মশীল পরোপকারী ছিলেন। সেই নগরে অনেক দোকান ছিল; কিন্তু তাহার দোকান সর্বক্ষণ খরিস্কারগণে পরিপূর্ণ থাকিত, যদি কেহ কোনও দ্রব্য ঝুঁজিয়া না পাইত, জোসেফ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া সে দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দিতেন। বস্তুতঃ, সফরিত্র ও পরোপকারী বলিয়া তিনি সর্ববিধ লোকের নিকট সাতিশয় আদরপ্রীণ ও মাননীয় ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিয়া ঐ নগরের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এবং অনেক অধিবাসীর সর্বস্বান্ত হয়। জোসেফ যে অংশে বাস করিতেন কেবল ঐ অংশ

কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ, যথাক্রমে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন; তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির এই উপলক্ষে, সর্বস্বান্ত ঘটে। এই ব্যক্তি বিলক্ষণ সজ্ঞাতিপন্ন ছিলেন; কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা অগ্নিদাহের পূর্বেই নিতান্ত নিঃশ্ব হইয়া পড়েন; পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুরাবস্থা দর্শনে জোসেফের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ এক সময়ে ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই দুই কারণে ঈদৃশ দুঃসময়ে ইহার আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত, জোসেফের নিতান্ত ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্বে, এই ব্যক্তি ঋত লিখিয়া দিয়া, জোসেফের নিকট হইতে ৬০০ ছয় শত টাকা ধার লইয়াছিলেন। জোসেফ ভাবিলেন এ ব্যক্তির সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার ঋণদায়; কিন্তু এ ঋণের পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায় ইহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। এ অবস্থায় ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই ইনি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। অতএব অদ্যই আমি ইহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব। এরূপ করিলে আমি এই পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি কিয়ৎ অংশে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে।

এই স্থির করিয়া জোসেফ ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয় ও সম্মান সহকারে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এবং এক সময়ে আমি আপনকার পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও আমার অন্তঃকরণে সর্বক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে। আর আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি আপনার যে ঋণ আছে, কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায় অত্যন্ত অসুখে আপনাকে কালযাপন করিতে হইবে। আমার নিকটে আপনকার যে ঋণ আছে সেজন্য আর আপনকার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি আহলাদিত চিত্তে আপনাকে ঋণমুক্ত করিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য; বিশেষতঃ, আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি; তজ্জন্য কার্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা আমার পক্ষে সর্বোত্তমভাবে উচিত ও আবশ্যক। আমি আপনকার এ অবস্থায় কিঞ্চিৎ অংশেও যে সাহায্য করিতে পারিলাম ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। আপনকার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা পাইলে, আমি যত আহলাদিত হইতাম আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহলাদিত হইলাম। এক্ষণে আপনকার নিকটে বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই আমার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া জোসেফ তাহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জ্বলন্ত অনলে নিষ্কিন্ত করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তিনি তাহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে এই ব্যক্তি অল্প বেতনে কোনও কর্মে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাতেই কোনও রূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায় তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন এবং আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহ্বান করাইতেন। আয়ের খর্বতা বশতঃ এক্ষণে সে রূপে চলা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে তাহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা অথবা অন্যবিধ লোকে তাহার আশ্রয়ে আহ্বান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না। তাহার উপস্থিত হইলে তদীয় ভৃত্য জোসেফের নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহ্বারসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ তাহার যখন যেরূপ আবশ্যক হইত জোসেফ আহলাদিত চিত্তে তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হপফটন নগরে রাশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বার্ন নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ দেশে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না। লুসন নামক নগরে অবস্থিতকালে তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাট্রেই চমৎকৃত ও আহলাদিত হইয়াছিলেন।

একদিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্রলোক তদীয় আলয়ে আহ্বান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক কথঞ্চিৎ জীথিকানির্বাহ করিতেন। সেনাপতি বার্ন এক সহকারী কর্মচারী দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন আজ অমুক সময়ে আপনি সমস্ত আমার আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান করিলেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাহার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায় তিনি সমস্ত তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি তাহাদের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্বক অভয়দান করিয়া বলিলেন, আমি কোনও দুষ্ট অভিপ্রায়ে আপনাদের আহ্বান করি নাই। আমি কোনও প্রকারে অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্যও সে আশঙ্কা করিবেন না; আপনাদের সহিত বিশিষ্টরূপে আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহ্বান করাইব। আপনারা নির্ভয় ও নিরুদ্ধে হইয়া উপবেশন করুন। এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বসাইলেন, সাতিশয় যত্ন ও আদর পূর্বক আহার করাইলেন এবং তাঁহাদের পরিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন আমার পিতা সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান; আমার দুইটি সহোদর ও একটি ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন এই দুই ভিন্ন আপনকার কি আর সহোদর নাই? তিনি বলিলেন না মহাশয়, এক্ষণে আমার আর সহোদর নাই। আমার আর একটি সহোদর ছিলেন বটে; কিন্তু সৈনিকদলে প্রবর্তিত হইবার নিমিত্ত অতি অল্প বয়সে বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অদ্যপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না; কারণ তদবধি আর তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অত্যাশ্চর্য্য সেনাপতিকে এক সামান্য দোকানদারের সহিত সাতিশয় সদয়ভাবে কথোপকথনে আবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার অধীন সৈন্যসংক্রান্ত কর্মচারীরা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি তাঁহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ সর্বদা শুনিতে পাই আমি কোন্ দেশে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমরা সতত অনুসন্ধান করিয়া থাক; কিন্তু এ পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পার নাই। এজন্য আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগরে আমার জন্মস্থান, ইনি আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। অনন্তর সেনাপতি নিরতিশয় স্নেহে ও সমাদর সহকারে আলিঙ্গন করিয়া স্ত্রী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন আপনকার যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া বোধ করিয়াছেন, আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্য আমরা সকলে আপনার আশ্রয়ে আহার করিব। এই বলিয়া তিনি স্ত্রীপুরুষকে সবিশেষ সম্মানপূর্বক বিদায় দিলেন; এবং যাহাতে তদীয় আশ্রয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুপে সম্পন্ন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া মহামতি সেনাপতি, স্ত্রী জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্রেশের সর্বোত্তমভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্বত্র মান্য হইয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তত্রতা সমস্ত লোক মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলনজো, যৌবনকালে পোর্টগালের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে তদীয় প্রিয়পাত্রেরা মৃগয়ার গুণকীর্তন করিয়া তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন, রাজকার্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না; তাহাতে রাজকার্যনির্বাহ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে গুরুতর কার্যবিশেষের অনুরোধে তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্বে রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা সভাভবনে সমবেত হইয়া তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সভাভবনে প্রবর্তিত ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে কেমন সুখে কাণ্ডাঘাট করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া হইয়া তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিতে লাগিলেন; যে কার্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দস্তায়মান হইলেন এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে; বন জঙ্গল তাঁহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক আবশ্যক কার্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে তাহাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু রাজারা, রাজকার্যে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়; আপনি মৃগয়াস্বপ্নে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শূনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই কোনও গুরুতর কার্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহারাজের প্রজাদের যে ক্রেশ ও দুরাবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান হন, তবেই তাহারা আপনার অনুগত ও আত্মবাহ হইয়া থাকিবে; নতুবা—এই পর্যন্ত শূনিয়ায় ক্রোধে অধৈর্য হইয়া, রাজা বলিলেন নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে কোনও অংশে শক্তিক্ত না হইয়া সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা তাহারা রাজধর্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, এলনজোর কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই, নিতান্ত শাস্তমুর্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি আর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ বাসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না; অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, সর্বপ্রযত্নে রাজকার্যসম্পাদনে তৎপর হইব; প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও অমাত্যবর্গ আহলাদমাগরে মগ্ন হইলেন; এবং আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্বক রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ববিধ বাসনে বিসর্জন দিয়া দিবারাত্র রাজকার্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন; একদিন একক্ষণের জন্যও সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের যেরূপ

হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, পোর্তুগাল-দেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পারেন নাই।

অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; সর্বদা সর্ববিধ লোকের সহিত আলাপ করিতেন; সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিতেন না। তিনি একদা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্ন বেশে, পাম্পানিবাসে (১) গিয়া, সকল লোকের সহিত, নিতান্ত অমায়িকভাবে কথোপকথন করিতেন।

একদিন তিনি এক ব্যক্তির সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহার হার হইল। সম্রাট আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন মহাশয় আমার মাপ করিবেন; আমি আর খেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট রক্তভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব। তখন তিনি বলিলেন, আপনি সম্রাটকে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন, তাঁহাকে দেখিলে আপনার কি লাভ হইবে বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন, সম্রাট অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক; তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন অবধি, আমার অনিবার্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে; নিকটে পাইয়াও যদি তাঁহাকে একবার না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট বলিলেন, আপনার রক্তভূমিতে যাইবার কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য? তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক আমার এতজিন্স আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট বলিলেন আসুন আমরা আর এক বাজি খেলি; ও জন্য আর আপনকার ক্রেতামূল্য করিয়া রক্তভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সাতিশয় সম্মান সহকারে অভিবাদন করিয়া কৃতজ্ঞতা হইয়া নিতান্ত বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি; ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, দণ্ড করিয়া তাহার মার্জনা করিতে হইবে। সম্রাট শুনিয়া, সহাস্যবদনে হস্তে ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভুত অমায়িক ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

কৃতজ্ঞতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করিতে, ম্যাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোনও স্থানে যাইতে ছিল; পশ্চিমদ্যে অতি প্রবল বাত্যা, উপস্থিত হওয়াতে নৌকা জলমগ্ন হইল। সে প্রবল তরঙ্গাবেগে তীরে নিষ্কমিত হইয়া উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় হইয়া পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐ প্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়াদ্রষ্ট হইয়া তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে অশেষ প্রকারে তাহাকে শুষুয়া করিতে লাগিলেন। চত্বিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া শ্রীয আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়মীকার পূর্বক তাহার শুষুয়া না করিলে, সে নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি, যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যক পাথের দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে সৈনিক পুরুষ শ্রীয আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয় আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনি সেদিন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধারিত প্রাণবিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেদ্রুপ যত্ন, যেদ্রুপ পরিশ্রম, যেদ্রুপ অর্থব্যয় করিয়াছেন পিতা পুত্রের জন্য সেরূপ করিতে পারেন কি না সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি তা কস্মিনকালেও তাহা ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এইরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিকপুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, ফিলিপ দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃতভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভগ্ন করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশী অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন; এবং আদোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন। মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাঁহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠমাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্ব-স্বামীকে সেই ভূমিতে অধিকার প্রদানের আদেশ প্রদান করিলেন; এবং সেই পাণিষ্ঠ সৈনিকপুরুষকে শ্রীয সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্ব কালে, সর্ব দেশে, সর্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিত্তে পারে, গ্রীকদেশীয় লোকে কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ

১. পাম্পানিবাস-পধিকসিপের অবস্থিতির স্থান।

অপেক্ষা গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তাহারা কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত বাকলাপ ও তাহার মুখোবলোকন করিতেন না।

কৃতজ্ঞতা ও অকৃতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা (১) হারুন উর রশীদের, জাফর বরমীকী নামে, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু এক বৃন্দ আরব সৎ ও সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে মন্ত্রীর গুণকীর্তন করিতেন। এই বিষয় খলীফার কর্ণগোচর হইল, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃন্দ আরব তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। তখন খলীফা সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন সাহসে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ?

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ্য শ্রবণে, কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া বৃন্দ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্মাবতার যদি আমি প্রাণভয়ে মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্তনে বিরত হই তাহা হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকাঙ্গণে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম। আমায় অধিক দিন সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সজ্ঞাতিপন্ন এবং সর্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দয়াশীল মহাপুরুষের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিলক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে। এমন স্থলে, প্রাণদণ্ডভয়ে তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইলে, আমায় নিরতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ধর্মাবতার ইচ্ছা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করুন; জীবিত থাকিয়া আমি কোনও কারণে তাঁহার গুণকীর্তনে বিরত হইতে পারিব না।

বৃন্দ আরবের কৃতজ্ঞতা ও অকৃতোভয়তার আতিশয়্য দর্শনে খলীফা যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন। তখন সেই বৃন্দ আবার বলিলেন, ধর্মাবতার বরমীকীর অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয় সম্মানের একমাত্র কারণ।

উপকার স্মরণ

একদিন আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ইংরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসের কর্তার নিকটে প্রার্থনা করিল, আপনি দয়া করিয়া আমায় কিছু আহার দেন; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি। আপনি যে আহার দিবেন আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অজীকার করিতেছি যত শীঘ্র পারি আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থনিবাসের কর্তা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া

যথেষ্ট গালি দিলেন এবং বললেন আমি পরিগ্রহ করিয়া যে উপার্জন করি তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই এখনই এখান হইতে চলি। যা।

এই কথা শুনিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি তাহার আকার প্রকার দর্শনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন সে যথার্থই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কর্তাকে বলিলেন এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হয় দাও; আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে আমেরিকার লোকটি আহারদাতার নিকটে গিয়া ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিয়া বিনয়নম্র বচনে বলিল আপনি আমার উপর যে দয়াপ্রকাশ করিলেন আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইংরেজেরা ইচ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিম নিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন; এজন্য তাহাদের উপর তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়া ছিল। সুযোগ পাইলে তাহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ত্রুটি করিত না। একদা ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে আমেরিকার কতকগুলি আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল; এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে বৃন্দ করিয়া আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যিক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া তথায় উপস্থিত এক বৃন্দা স্ত্রীলোক বলিল অল্প দিন হইল আমার পুত্রটি লড়াই করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে; অতএব এই লোকটি আমায় দাও; ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে ঐ ব্যক্তি বৃন্দার আলয়ে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি, বনমধ্যে একাকী কর্ম করিতেছেন; এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্বক অমুক দিন, অমুক সময়, অমুক স্থানে গিয়া আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন, কিন্তু এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল, হয়ত উহার কোনও দুর্ঘট অভিসন্ধি আছে; এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলত, এ বিষয়ের যত আলোচন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য তিনি নিয়মিত দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না।

কিয়ৎদিন পরে ঐ আমেরিকার লোক পুনর্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন আমি নানা কারণে সে দিন যাইতে পারি নাই; এক্ষণে দিন স্থির করিয়া বল, এবার আমি অবধারিত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তদনুসারে দিন নির্ধারিত হইল। অনন্তর তিনি নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাদার লইয়া, বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বলিল, আপনি এই ত্রিবিধ দ্রবোর এক একটি লইয়া আমার সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না; আমার দুর্ঘট অভিসন্ধি নাই; তাহা থাকিলে আমি এই দণ্ডে আপনকার প্রাণসংহার করিতে পারিতাম; তবে আমি আপনাকে কি জন্য কোথায়

(১) খলীফা-অধিপতি, তিনি সর্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন।

লইয়া যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয় ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাদি লইয়া তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং কিয়ৎ দূরে কতকগুলি গৃহ দেখিতে পাইলেন। সেখানে কৃষিকর্ম হইয়া থাকে তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন আমেরিকার আদিমনিবাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন? তিনি বলিলেন উহার নাম লিচ্ফিল্ড; ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিয়া আমেরিকার আদিম নিবাসী বলিল আপনকার স্মরণ হইবে কি না; বলিতে পারি না; কিছুদিন পূর্বে আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া এক পান্থনিবাসে গিয়া, সেই পান্থনিবাসের কত্রীর নিকটে আহার প্রার্থনা করি; তিনি যথেষ্ট তৎসনা করিয়া আমায় তাড়াইয়া দেন। আমি নিরাস হইয়া চলিয়া যাই; এমন সময়ে আপনি দয়া করিয়া নিজবায়ে আহার করাইয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আমি পান্থনিবাস হইতে প্রস্থানকালে আপনাকে বলিয়াছিলাম, আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি কন্মিন্‌কলেও তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম আপনি নিরুদ্ভ হইয়া দাসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি, ঐ আপনকার বাসস্থান উহা অধিক দূরবর্তী নহে; আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসমুক্ত হইয়া নির্বিঘ্নে, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তির দয়া, সৌজন্য ও সদ্যবহার দর্শনে, নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন।

প্রত্যাগমন

সুপ্রসিদ্ধ রোম নগরে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য তৎকালীন সম্রাট টাইবিরিয়সের নিকটে গিয়া, এই অভিযোগ করিল, আমার প্রভু এগ্রিপ্পা, সতত আপনকার, যার পর নাই, কুৎসাকীর্তন করিয়া থাকেন। সম্রাট শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাজত্ববনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্নসময়ে, রৌদ্রে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কোলিগুহা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাস্টস্, জলের কুঞ্জ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুঞ্জ দেখিয়া পিপাসার্ত এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকটবর্তী হইলে, তিনি অতি কাতরমতাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক, জলের কুঞ্জটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া, পিপাসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহলাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাস্টস্ আজ তুমি যে আমার উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

যে বিপদে পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছু দিন পরেই, সম্রাট টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কোলিগুহা সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুড়িয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও এগ্রিপ্পা, থমাস্টসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থমাস্টসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উচ্চ বেতনে, স্বীয় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

প্রত্যাগমন

আলি ইবন্ আব্বাস নামে এক ব্যক্তি যামুন নামক খলীফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন আমি একদিন অপরাহ্নে খলীফার নিকট বসিয়া আছি; এমন সময়ে হস্তপদবন্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলীফা আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং কলা আমার নিকটে উপস্থিত করিবে; তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম; কারণ তিনি যদি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন ডেমাস্কস্ আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ আছে তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম ডেমাস্কস্ নগরের বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর জগদীশ্বরের সতত শুব্ধ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া তিনি সবিশেষ জ্ঞানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্বে ডেমাস্কসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম; পদচ্যুত শাসনকর্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে প্রবিক্ত হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গৃহস্বামী আমায় অভয় প্রদান করিলেন! আমি তদীয় আলয়ে এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদে যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না; লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে

কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না; তিনি আমার আকার প্রকার দর্শনে তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানদিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে; আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে, আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থানসময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময় সদাশয় আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন; তন্মধ্যে যাহাদের সহিত তাহার আত্মীয়তা ছিল, তাহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দেশ করিয়া দুঃখপ্রকাশ পূর্বক আমি বলিলাম আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোন উদ্দেশ্য পাইলাম না। যদি তাহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি অতিশয় আহলাদিত হইয়া বলিলেন আপনকার মনস্কাম্যপূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে এক মাস কাল আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম; সর্বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে ক্রিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম; আহলাদে পুলকিত হইয়া অশ্বপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম; এবং কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষাবশতঃ শত্রুতা করিয়া খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই; বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনকার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবার বর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না না; আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন হইলেন; এই বলিয়া, পাথ্যসম্পন্ন সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন, এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সম্ভারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এজন্য আমার উপর খলীফার মর্যাদাসিক্ত ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিবে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি, আপনকার প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না; আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে খলিফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনকার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলীফার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাহার চরণে পতিত হইয়া, বিনীত ও কাঁতার বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে; অনুমতি হইলে সর্বিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বললাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিয়া, খলীফা, উদ্বেগে বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন, সে ব্যক্তি, ডোমস্কস্ নগরে, কিরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়ালু, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সর্বিবেচক তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচ প্রকৃতি পরহিংসক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশতঃ অমূলক দোষারোপ করিয়া, তাঁহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনও দোষে দুষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, করুন।

খলীফা, মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, প্রসন্নবদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি অতিশয় আহলাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাহাকে অবিলম্বে এই শূভসংবাদ দাও ও আমার নিকট লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া আহলাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সত্ত্বর গৃহে প্রত্যগমন পূর্বক তাঁহাকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলীফা আবলোকমাত্র, প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে,

সাদরবচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্কৃতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সান্তিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আশ্রয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া খলীফা তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন; এবং ডেমাঙ্কসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথের স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

ইংলণ্ড দেশে ফিট্‌স উইলিয়ম্ নামে এক ব্যক্তি স্ত্রী বৃদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রম গুণে বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, তেজীয়া ন্যায়পরায়ণ ও অকুতোভয় ছিলেন। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও তিনি যে প্রভূত অর্থের উপার্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সর্বপ্রধান রাজমন্ত্রী কার্ডিনেল উল্জির দয়া ও অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণের অতিশয়বশতঃ তিনি ঐশ্বর্যশালী হইয়াও, আন্তরিক ভক্তি সহকারে মহোপকারক উল্জির যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

তৎকালীন ইংলণ্ডের অধীশ্বর অফম হেনরী সাতিশয় উৎসবসভার ও অবিমূঢ়কারী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোনও কারণে কুপিত হইয়া সর্বিশেষ অবমাননা পূর্বক উল্জিকে মন্ত্রিতপদ হইতে বহিস্কৃত করেন। এইরূপে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া তিনি সকলের অবজ্ঞাজনক হইয়াছিলেন। পাছে রাজার কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কোন বিষয়ে তাঁহার কোনও আনুকূল্য করিতেন না। ফিট্‌জ, উইলিয়ম্ তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাতিশয় আক্ষেপপ্রকাশপূর্বক তাঁহাকে নর্থথেমটন নামক স্থানে লইয়া গেলেন এবং ঐ স্থানে মিল্টন নামে যে স্ত্রী পরম রমণীয় বাসস্থান ছিল তাহাকে তথায় রাখিয়া যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে তাঁহাকে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় কর্ণগোচর হইলে ইংলণ্ডেশ্বর ফিট্‌জ উইলিয়মের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে তিনি রাজসভায় আনীত হইলে ইংলণ্ডেশ্বর, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পুরস্কার কর্কশ বচনে বলিলেন তোমার এত বড় আস্পর্ষা যে তুমি এক রাজবিদ্রোহীকে আপন আশ্রয়ে লইয়া গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছ। রাজার রোষ দর্শনে কিষ্কিৎমাত্র ভীত বা চলচিস্ত না হইয়া তিনি অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ আমি আপন আশ্রয়ে লইয়া গিয়া কার্ডিনেলের যে পরিচর্যা করিতেছি রাজভক্তির অঙ্গভাব তাহার কারণ নহে, আমি তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে যে প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কেবল তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র।

এই হেতুবাদ কর্ণগোচর হইলে ইংলণ্ডেশ্বর অধিকতর কুপিত হইয়া বলিলেন সে আবার কি? ইংলণ্ডেশ্বর উত্তরোত্তর অধিকতর কুপিত হইতেছেন দেখিয়া, পাছে তিনি তাঁহাকে রাজভক্তিহীন ভাবেন এই ভয়ে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া ফিট্‌জ উইলিয়ম অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিনীত বচনে বলিলেন মহারাজ আমি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, বিলক্ষণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছি; কার্ডিনেলের অনুগ্রহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে, কখনই আমার এ উন্নত অবস্থা ঘটিত না; সুতরাং আমি তাঁহার নিকটে দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বান্ধা আছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন না করিলে, আমি অদুঃসমাজে হেয় ও অশ্রুশ্লেষ এবং ধর্মদ্বারে পতিত হইব, কেবল এই ভয়ে ও এই বিবেচনায় অবসর পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তদীয় প্রশংসনীয় উত্তরবাক্য শ্রবণে, নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া ইংলণ্ডেশ্বর সভাবসিদ্ধ ঔষ্মভাবাবিসর্জন দিয়া, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন; এবং নিকটে গিয়া আন্তরিক অনুরাগ সহাকারে তাঁহার করগ্রহণ পূর্বক বলিলেন, এরূপ কৃতজ্ঞতার যথোচিত পুরস্কার হওয়া সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। তুমি সর্বাত্মক প্রশংসনীয় প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আজ অবধি তুমি একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইলে; আমার আর যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন; তোমায় তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা শিখাইতে হইবে। বলিতে কি, তোমায় অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে, চমৎকৃত ও আহলাদে পুলকিত হইয়াছি।

এইরূপে, স্ত্রী আন্তরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, সেই মুহূর্তে সেই ক্ষেত্রে, ফিট্‌জ উইলিয়মকে নাইট (১) উপাধি প্রদান পূর্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যথার্থ কৃতজ্ঞতা

ক্রোডন্ নামক স্থান সেনাপতি ডার্নমন্টের হস্তগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন ঐ স্থানে সে সকল স্পেনদেশীয় সৈন্য ও অন্যবিধ লোক আছে, সকলের প্রাণবধ কর। সেই সজ্ঞা ইহাও প্রচারিত হইল, যে ব্যক্তি সেনাপতির এই আদেশের অনুযায়ী কার্য করিতে অসম্মত হইবে, অথবা এই আদেশের বিপরীত আচরণ করিবে, তাহার অবধারিত প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা অবগত হইয়াও এক সৈনিকপুরুষ স্পেনদেশীয় এক সৈনিকের প্রাণনাশ না করিয়া যাহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়, সে বিষয়ে সর্বিশেষ সচেতন হইয়াছিল।

এইরূপ সেনাপতির আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য গুরুতর অপরাধ হওয়াতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত সে সেনাসংক্রান্ত বিচারালয়ের সম্মুখে নীত হইল। তুমি এই অপরাধ করিয়াছ কি না? এই জিজ্ঞাসা করাতে সে, স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিল; এবং বলিল যদি ও ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয় তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দ মনে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেনাপতি বলিলেন, তুমি পরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে সম্মত হইতেছ, ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না।

(১) নাইট-উপাধি বিশেষ। অসাধারণ ক্ষমতাপ্রকাশদর্শনে অথবা অন্য কোন কারণে রাজার ব্যক্তি বিশেষ এই মাননীয় উপাধি দিয়া থাকেন। যাহারা এই উপাধি পান তাঁহাদের নামের পূর্বে সর্ এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা সর্ আইজাক্ নিউট, সর্ উইলিয়ম জোন্স ইত্যাদি।

এই কথা শুনিয়া সেই সৈনিকপুরুষ বলিল, ও ব্যক্তি আমার প্রাণদাতা। আমি একবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম; তখন কেবল উহার যত্নে ও চেষ্টায় আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এখন উনি সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন; উহার প্রাণরক্ষা বিষয়ে যথাসক্তি চেষ্টা ও যত্ন না করিলে, আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইব। সেনাপতি সামান্য সৈনিকপুরুষের এতাদৃশ উন্নতচিত্ততা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, তাহার অপরাধের মার্জনা করিলেন এবং যে ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য সে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদীয় কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ সে ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার আদেশ দিলেন। এইরূপে দ্বিবিধ অজীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে, সেই উন্নতচিত্ত সৈনিকপুরুষ প্রীতিপ্রযুক্ত হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদগদ বচনে সেনাপতির প্রশংসাকীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা

মাসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার সাইডমের অধিপতি স্ট্রাটোকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পাত্র হিপক্টিয়নের উপর এই ভার দিলেন, এই নগরের যে ব্যক্তি তোমার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য হয় তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। এই সময়ে হিপক্টিয়ন যাহাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়েই যুবা পুরুষ; এবং সেই নগরের সর্বপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিপক্টিয়ন তাঁহাদিগকে বলিলেন আলেকজান্ডার আমার উপর রাজা স্থির করিবার ভার দিয়াছেন; তদনুসারে আমি তোমাদের দুই সহোদরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব মনস্থ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে সম্মত নহি। এ দেশে পূর্বাগর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করে সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারে না। আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করি নাই সুতরাং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য নহি। তাঁহাদিগকে এইরূপ নিঃস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ দেখিয়া, হিপক্টিয়ন, যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন যিনি, সিংহাসন আরূঢ় হইয়া ইহা মনে রাখিবেন যে তোমরা তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, রাজবংশোদ্ভব এরূপ এক ব্যক্তির নাম নির্দেশ কর।

হিপক্টিয়নের কথা শুনিয়া তাহারা দুই সহোদরে বলিলেন, দেখুন অনেক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি, দুরাকাজ্ঞার বশীভূত হইয়া রাজ্য পাভের লোভে আলেকজান্ডারের প্রিয়পাত্রদিগের শরণাগত হইয়াছেন, এবং নিতান্ত নীচের ন্যায় অবিশ্রান্ত তাহাদের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিয়া দিলে, আমাদের উপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা অর্থ লোভের বশীভূত অথবা প্রতিপত্তি লোভের অভিলাষী নহি, এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিব না। এব্‌ডেলোনিমস্ নামে এক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন; আমাদের বিবেচনায় তিনিই

সর্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র। কিন্তু তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ; নগরের বহির্ভাগে একটি উদ্যান আছে তাহাতে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া যাহা পান, তাহাতেই অতিক্রমে দিনপাত করেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ধর্মশীল ও সংপথবর্তী পুরুষ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া হিপক্টিয়ন তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পরিচ্ছদ পরাইয়া এব্‌ডেলোনিমস্কে এই স্থানে উপস্থিত কর। তদনুসারে তাঁহারা দুই সহোদর রাজপরিচ্ছদ হস্তে করিয়া, এব্‌ডেলোনিমসের অন্ত্রেষণে নির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নানা স্থানে অন্ত্রেষণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা তদীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি খুরপ্র লইয়া ঘাস তুলিতেছেন। তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া জোষ্ঠ সহোদর বলিলেন আমরা আপনকার জন্য এই রাজপরিচ্ছদ আনিয়াছি; চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন। আপনি যাবজ্জীবন ধর্মপথে চলিয়াছেন; একক্ষণের জন্যও কোনও কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইবেন নাই। কেবল এই হেতুবশতঃ আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন; এক্ষণে আপনি প্রজাবর্গের ধনের ও প্রাণের কর্তা হইলেন। আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ এই যেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ধর্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত হন না।

এই সকল কথা শুনিয়া ও আনীত রাজপরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর করিয়া এব্‌ডেলোনিমস্ যত্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিলেন; এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন এরূপ আমায় উপহাস্যাস্পদ করা তোমাদের উচিত নহে। তাঁহারা বলিলেন না মহাশয়, আমরা উপহাস করিতেছি না; আমরা ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি আপনি যথার্থই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণে কোনও মতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহারা বলপূর্বক তাঁহাকে মান্য করাইয়া রাজপরিচ্ছদ পরাইলেন; এবং অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া তাঁহাকে রাজভবনে হইয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। অধিবাসীবর্গের অধিকাংশই আহলাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু কতকগুলি লোক বিশেষতঃ বাঁহারা ঐশ্বর্যশালী, এব্‌ডেলোনিমস্ অতি হীন অবস্থায় লোক বলিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। আলেকজান্ডারের আদেশ অনুসারে; নূতন রাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে; তিনি একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন আমি তোমার যত্নাবচরিত্র ও বংশমর্যাদার বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার আকারে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তুমি এতদিন কেমন করিয়া এমন হীন অবস্থায় কালযাপন করিতে পারিলে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া এব্‌ডেলোনিমস্ বলিলেন মহারাজ আমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে এই দুই হস্ত তাহার আহরণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু যখন আমার কিছুই ছিল না তখন কিছুই আবশ্যক হইত না। এই উক্তর শ্রবণে আলেকজান্ডার যৎপরোনাস্তি প্রীত ও

প্রসন্ন হইলেন এবং পূর্বতন রাজার বেশ ভূষা, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাঁহাকে দিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত তদীয় আদেশ অনুসারে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সকল তাঁহার রাজ্যে যোজিত হইল।

ধর্মশীলতার পুরস্কার

কণ্টাই রাজকুমার ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপসবর্গ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে এক সৈনিকপুরুষ নিরতিশয় সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শিত করিতে রাজকুমার সাতিশয় গ্রীত হইয়া একটি স্বর্ণমুদ্রায় থলি বহিষ্কৃত করিয়া তাহার হস্তে দিলেন; এবং বলিলেন তুমি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছ ইহা কোনও অংশে তাহার যথোপযুক্ত পুরস্কার নহে। সৈনিকপুরুষ পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহলাদিত হইল এবং যথোচিত বিনয় ও ভক্তিবোধ সহকারে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে ঐ সৈনিকপুরুষ দুইটিই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় ও কতিপয় বহুমূল্য রত্ন হস্তে করিয়া রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন করিল মহাশয় থলির মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ছিল সেই গুলি আমায় দেওয়াই আপনার অভিপ্রেত। কিন্তু সেই থলির মধ্যে এই গুলিও ছিল; এ গুলি আমায় দেওয়া আপনকার অভিপ্রেত ছিল আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং এ গুলিতে আমার অধিকার নাই। এজন্য আমি এগুলি আপনাকে ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সেই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয় প্রভৃতি রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

রাজকুমার, সেই সৈনিকপুরুষের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম দর্শনে যত গ্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহার অসাধারণ ধর্মশীলতা দর্শনে তদপেক্ষা অনেক অধিক গ্রীত ও প্রসন্ন হইলেন; এবং গ্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, কল্যা তোমার সাহস ও পরাক্রমের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়াছিলাম; অদ্য তোমার ধর্মশীলতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ এই গুলি দিলাম; তুমি লইয়া যাও। ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিলেন। সৈনিকপুরুষ রাজকুমারের এতাদৃশ বদান্যতা ও উদারচিত্ততা দর্শনে যৎপরোনাস্তি গ্রীত ও চমৎকৃত হইয়া ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অদ্ভুত ন্যায়পরতা

পল্লীগামস্ব এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক লিখিয়াছেন আমি একদিন ছাত্রদিগকে পুস্তকের যে অংশ পড়াইলাম, তাহাতে একটি দুরূহ শব্দ ছিল; উহার বর্ণনির্দেশ অর্থাৎ বানান করা সহজ নহে। বালকেরা ঐ কথাটির বর্ণযোজনায় মনোবোগ দিয়াছে কি না ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রেণীর সর্বপ্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঠিক বলিতে পারিল না। তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে তৃতীয়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম; কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। অবশেষে সর্বশেষ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে সে যে বানান করিল তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল। তখন আমি

ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম। সে আহলাদিত চিত্তে ঐ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর, ঐ কথাটির প্রকৃত বর্ণযোজনা শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকে শিখাইবার নিমিত্ত, আমি খড়ি লইয়া ঐ কথাটি বোর্ডে (১) লিখিলাম এবং সকলকে বলিলাম এই কথাটির বর্ণযোজনা অতি দুরূহ, অমুক ভিন্ন তোমরা কেহ বলিতে পার নাই; তোমাদিগকে কথাটির বর্ণযোজনা দেখাইবার নিমিত্ত বোর্ডে লিখিলাম; সকলে দেখিয়া শিখিয়া লও।

শিক্ষক এই কথা বলিয়া, বিরত হইলেন। ইতঃপূর্বে যে ছাত্রটি ঠিক বানান করিয়াছে বলিয়া শ্রেণীর প্রথম স্থানে উপবেশিত হইয়াছিল সে বলিল মহাশয় আপনি যেরূপ লিখিলেন তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আমি যে বানান করিয়াছি তাহা ঠিক হয় নাই। আমি ঠিক বানান করিয়াছি এই বোধ করিয়া আপনি আমায় শ্রেণীর সর্বপ্রথম স্থানে বসাইয়াছেন। কিন্তু যখন আমি ঠিক বানান করিতে পারি নাই তখন আমার

এ স্থানে বসিবার অধিকার নাই; অতএব আমি আপন স্থানে যাই। এই বলিয়া সেই ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ শ্রেণীর সর্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

এই শ্রেণী অতি অল্পবয়স্ক বালকগণে সম্ভ্রুতি। তন্মধ্যে এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা দেখিয়া শ্রেণীর শিক্ষক সাতিশয় বিস্ময়াগ্ন হইলেন; এবং নিরতিশয় গ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ঈদৃশ অল্পবয়স্ক ঈদৃশী ন্যায়পরতা সর্বশেষ প্রশংসার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত ন্যায়পরতা

পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে পারস্য দেশের কোনও রাজা যার পর নাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সর্বত্র সর্বশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে, কদাচ অন্যায়চরণে প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং কাহাকেও অন্যায়চরণে উদ্যত দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা তিনি রাজধানীর অতি দূরবর্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্তর্বেশে ও অনুসরণে অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন; এবং শ্রীয অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া পরিচারকদিগকে সত্ত্বর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহার আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার দেখিল রাজধানী হইতে প্রস্থানকালে রাজার আহারোপযোগী ব্যবস্তীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

(১) বোর্ড—কাঠফলক নির্মিত দ্রব্যবিশেষ; বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে এক একটি থাকে। শ্রেণীস্থ সকল বালককে কোনও বিষয় দেখাইবার আবশ্যকতা হইলে উহা ঐ কাঠফলকে লিখিত হইয়া থাকে। উহা এরূপে নির্মিত ও এরূপে স্থাপিত হয় যে উহাতে যাহা লিখিত হয় শ্রেণীস্থ সমস্ত বালক হ্র হ্র স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া দেখিতে পায়।

যাহার অমনোযোগে লবণ আনীত হয় নাই, সে ব্যক্তির যথোচিত ভৎসনা করিয়া প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে অদূরবর্তী এক গ্রাম দেখাইয়া বলিল, যত সত্বর পার ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা পাকশালার সমীপবর্তী পটমুণ্ডে উপবিষ্ট ছিলেন; লবণের অভাবে পাকশালায় যে গোলাযোগে উপস্থিত হইয়াছিল এবং অবশেষে প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন; এবং বলিলেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া লবণ আনিলে আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব, সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া কাহারও নিকট হইতে লবণ অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিয়া মূল্যপ্রার্থনা করিল। পাকশালায় পরিচারকবর্গ ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ মূল্য না দিয়া আপনকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে কি কোনও দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজা বলিলেন, দেখ এক্ষণে পৃথিবীতে সরচরাচর যত অত্যাচার ও অন্যায়চরণ লক্ষিত হইয়া থাকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা, আমি যদি মূল্য না দিয়া অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু মনে মনে গালি দিবে ও নিন্দা করিবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই হল, বল, কৌশল অথবা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন পূর্বক কাহারও কোনও বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যেরূপ যারপর নাই গর্হিত ব্যবহার তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলিলে সংসার সর্বাত্মে নিরুপদ্রব ও যারপরনাই সুখের স্থান হইয়া উঠে সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মানবজাতি বিশেষতঃ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ য য আচরণের পূর্বাগর যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন তাহাতে কোনক্রমে সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

ন্যায়পরতার পুরস্কার

ইংলণ্ডদেশীয় ফিট্জ উইলিয়ম নামক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর এক প্রজা তাঁহার নিকটে গিয়া জানাইল মহাশয় আপনি যে বনে মৃগয়া করিতে যান উহার সন্নিহিতে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে আমি গমের চাষ করিয়াছিলাম। এ বৎসর বিলক্ষণ শস্য জন্মিবে, সুতরাং আমার বিলক্ষণ লাভ হইবে এইরূপ প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু আপনার সমভিব্যাহারী

বহুসংখ্যক লোকের সতত যাতায়াত দ্বারা সমস্ত শস্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং আমি যে লাভের আশা করিয়াছিলাম, তাহাও এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রজার এই আবেদন শুনিয়া ভূম্যধিকারী বলিলেন সখে তুমি যে ক্ষেত্রের উল্লেখ করিলে, মৃগয়াকালে আমরা ঐ ক্ষেত্রে সমবেত হইতাম তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; এবং আমরা সমবেত হওয়াতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অতএব তোমার কত ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটি ফর্দ করিয়া আন; আমি তোমার ক্ষতির পূরণ করিব।

ভূম্যধিকারীর এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া প্রজা বলিল, মহাশয় আমি আপনার দয়া ও সচিবোচনার পূর্বাগর যেরূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি তাহাতে আমার ক্ষতির বিষয় আপনকার গোচর হইলে, আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। এজন্য এক আত্মীয়কে আমার ক্ষতির নিরূপণ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তিনি সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা পাইলে আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে, ইহাতে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়। এই কথা শ্রবণগোচর হইবামাত্র ভূম্যধিকারী পাঁচ শত টাকা দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, পূর্ববৎসরে ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মিত এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক শস্য জন্মিল। ফলতঃ ঐ ক্ষেত্রে এ বৎসর প্রজার যেরূপ প্রচুর লাভ হইল, কস্মিনকালেও তাহার ভাগ্যে সেরূপ লাভ ঘটে নাই। তখন সেই প্রজা পুনরায় ভূম্যধিকারীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং বলিল, মহাশয়, অমুক বনের সন্নিহিত ক্ষেত্রের বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ভূম্যধিকারী বলিলেন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, তোমার নির্দেশ অনুসারে ঐ ক্ষেত্রসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তোমায় পাঁচশত টাকা দিয়াছি তাহাতে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় নাই?

ভূম্যধিকারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিতে সেই প্রজা বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, মহাশয় ঐ ক্ষেত্রে আমার কোনও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। এ বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর আমার যেরূপ লাভ হয় এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়াছে। এজন্য আমি আপনকার দত্ত ক্ষতিপূরণের পাঁচ শত টাকা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে ভূম্যধিকারীর সম্মুখে পাঁচ শত টাকা রাখিয়া দিল।

প্রজার এতাদৃশী ন্যায়পরতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভূম্যধিকারী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে স্নেহে বচনে বলিলেন, এরূপ ব্যবহার দেখিলে আমার বড় আহলাদ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এরূপ ব্যবহার করা সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। এই বলিয়া তিনি সেই প্রজার সহিত সাতিশয় সদয়ভাবে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন; এবং তদীয় অবস্থা ও পরিবার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের পরিচয় লইলেন; অনন্তর গাত্ৰোত্থান পূর্বক পান্ডুবর্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া সহস্র মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; এবং এ তোমার নিরতিশয় প্রশংসনীয় ন্যায়পরতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার এই বলিয়া পূর্বদত্ত পঞ্চ শত মুদ্রার সহিত সেই সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া প্রসন্ন বদনে, সাদর বচনে তাহাকে বিদায় করিলেন।

ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা

ইংলন্ডের অন্তঃপাতি উরফরশায়র প্রদেশে ইবেশাম নামে এক উপত্যকা আছে। এক প্রাচীন ধনবান পাদরি বহুকাল অবধি তত্রতা দেবালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় শয্যা আসন পরিচ্ছন্ন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু নিলাম করিয়া বিক্রীত হইল। ঐ দেবালয়ে মৃত পাদরির এক সহকারী নিযুক্ত ছিলেন; তিনিই দেবালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে সামান্য বেতন পাইতেন তাহাতে তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না, ফলতঃ তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

যৎকালে মৃত পাদরির বস্তু সকল বিক্রীত হয়, তৎকালে তিনি একটি পুরাতন আলমারি কিনিয়াছিলেন। তিনি আলমারিটি বাটীতে আনিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। আলমারিতে দুইটি দেয়াজ ছিল। একটি দেয়াজ খুলিয়া তাহার ভিতরে তিনি দুইটি টাকার থলি দেখিতে পাইলেন; থলি খুলিয়া গণিয়া দেখিলেন প্রত্যেক থলিতে দুই শত গিনি আছে। এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে তিনি যাক্ষজীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিতেন।

যদিও যারপরনাই দুঃখী ছিলেন; কিন্তু অর্থলোভে অসৎ পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি স্যাতিশয় ধর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধর্মবিরুদ্ধকর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি; সুতরাং আলমারিতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারীর অন্তঃস্থত চারি শত গিনিতে, কোনও মতে, আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না। অতএব, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, নিতান্ত নীচাশয় ও যারপরনাই অধার্মিকের কার্য করা হইবে। পরস্বহরণ, লোকতঃ ও ধর্মতঃ সর্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি, গিনি লইয়া মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ সমস্ত, তাঁহাদের গোচর করিয়া, গিনিগুলি তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা, তদীয় ঈদৃশ আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং এই পৃথিবীতে আর কেহ, আপনকার ন্যায় ধর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ আছেন, আমাদের এরূপ বোধ হয় না; এইরূপ বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

একদিন এক কৃষিজীবী, টস্কানির অধীশ্বর আলেকজান্ডারের নিকটে উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম; খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে ষাটটি মোহর আছে। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ফ্রিমুলিনামক সওদাগরের; তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারান থলি

পাইয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং মোহরের থলিটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, অজ্ঞীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম। তিনি পুরস্কার না দিয়া তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আশ্রয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি এ বিষয়ে আপনকার নিকট, বিচার প্রার্থনা করিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশ প্রদান করিলেন, ফ্রিমুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, স্যাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি পুরস্কারদানের অজ্ঞীকার করিয়াছিলে কি না? আর যদি অজ্ঞীকার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন? সে বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি পুরস্কার দিব বলিয়া অজ্ঞীকার করিয়াছিলাম, যথার্থ বটে, এবং পুরস্কার দিতেও অসম্মত ছিলাম না; কিন্তু বুঝিতে পারিলাম, কৃষক নিজেই আপনকার পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছে। মহারাজ, যখন আমি বোষণা করি, তখন ঐ থলিতে ষাটটি মোহর আছে বলিয়া, আমার বোধ ছিল; বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহর ছিল। দশটি মোহর কৃষক আত্মসাৎ করিয়াছে।

সওদাগরের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন; এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্বে, তোমার এরূপ বোধ হইতেছিল কি না? তখন সওদাগর বলিলেন, না মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্বে আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সমস্ত অবগত হইয়াছি; অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে ষাটটি মোহর আছে; কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব এ থলিটি তোমার নয়।

এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এই থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তোমার; তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে কেহ কখনও এই থলি দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় দিলেন।

ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস

একটি দুঃখী বালক অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তদীয় ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন, তাহার এরূপ কোনও আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে তাহার ক্রেশের পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল আমি প্রাণান্তে পরের গলগ্রহ হইব না; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, যাহা পাইব তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণপোষণ সম্পন্ন করিব।

একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহলাদিত হইয়া, সে ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় আপনকার কি একটি অল্পবয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে; যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আমায় নিযুক্ত করুন। সে ব্যক্তি বলিলেন, এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই। বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ঘানবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ ঘান দেখিয়া দুঃখিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি কোথাও কর্ম জুটিতেছে না? তখন বালক বলিল, না মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা দেখিতেছি; কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না। একটি স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে; সেই জন্য আপনকার নিকটে আসিয়াছিলাম; এখন বুঝিতে পারিলাম, সবিশেষ না জানিয়াই তিনি ওরূপ বলিয়াছিলেন।

বালকের ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয় লইল। তখন তিনি আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, তুমি হতোৎসাহ হইও না। এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্লচিত্তে বলিল, না মহাশয় যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি একদিনের জন্যও হতোৎসাহ হই নাই। সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিরে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, আপনকার ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করেতেছি।

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত হইয়া, এই কথোপকথন শুনিতে ছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আহলাদিত হইলেন; এবং শুৎক্ষণাতঃ তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, ওহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; আমার, তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে। এই বলিয়া, তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং তাহাকে যে সকল কর্ম করিতে হইবে, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য করিতে লাগিল; একদিন একক্ষণের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদুদ্যমে ডাক্তার, যার পর নাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত

আমেরিকা মহাদ্বীপে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিখ্যাত বিদ্বান, বিলক্ষণ কার্যদক্ষ ও রাজনীতি বিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন; এবং

কি মদদেশে, কি বিদেশে, অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স অল্প, সে সময়ে, তিনি ডাক্তার কটন মেথরের নিকট একটি উপদেশ পাইয়াছিলেন; ঐ উপদেশের উল্লেখ করিয়া তদীয় পুত্র ডাক্তার সামুয়েল মেথরকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে, পাসিনামস্ক স্থান হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

১৭২৪ সালে আমি আপনার পিতার সহিত দেখা করি; তৎপরে আর আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। প্রস্থানকালে তিনি আমায় একটি পথ দেখাইয়া দিলেন; এবং বলিলেন এই পথটি সোজা; এই পথ দিয়া গেলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পারিবে। এই পথটি অল্পপরিসর; মধ্যস্থলে মাথার উপর একটি কড়িকাঠ ছিল। আমি ঐ পথ দিয়া চলিলাম। আপনকার পিতা আমার পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এই সময়েও আমরা কথোপকথন করিতেছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনকার পিতা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন মাথা নীচ কর, মাথা নীচ কর। কি জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া ওরূপ বলিলেন, তৎকালে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিঞ্চিৎ পরেই কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল। তখন, কেন তিনি মাথা নীচ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিলাম।

আপনার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন; কোনও একটা উপলক্ষ হইলেই অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হিতার্থে যত্নপূর্বক উপদেশ দিতেন। কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল দেখিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন; এবং এই উপলক্ষ করিয়া আমায় বলিলেন দেখ, তুমি যৌবনদশায় উপনীত হইয়াছ। অতঃপর তোমায় সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। সংসার অতি বিষম স্থান, অসাবধান ও উদ্বেগ হইয়া চলিলে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব সাবধান ও নম্র হইয়া চলিবে; মস্তক উন্নত করিয়া চলিলে সর্বদা এইরূপ আঘাত পাইতে হইবে।

এই নিরতিশয় হিতকর উপদেশবাক্য শ্রবণ অবধি সর্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখিতে পাই কোনও ব্যক্তি অহঙ্কারে মগ্ন হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া উদ্বেগভাবে চলেন; এবং তজ্জন্য পদে পদে অপদস্থ, অবমানিত ও বিপদগ্রস্ত হয়েন; তখন এই উপদেশবাক্যের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিমাত্রেরই এই উপদেশবাক্যের অনুসরণ করা সর্বোত্তমভাবে উচিত ও আবশ্যক।

সৌজন্য ও সন্ধিবেচনা

রোম নগরীতে বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত ছিল, পাঁচ বৎসর অন্তর একটি সভা হইত। যে সকল ব্যক্তি কাব্য রচনা করিতেন, তাহারা স্মরচিত কাব্য ঐ সভায় উপস্থিত করিতেন যাহার কাব্য সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, তিনি সোনার মেডেল (১) ও হাতীর দাঁতের বীণা পুরস্কার পাইতেন।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ট্রেজানের রাজত্বসময়ে অনেকের রচিত কাব্য পঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত হইত। লুশিয়স্ বেলিরিয়স্ নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন; সেই কাব্যখানিও ঐ সভায় সমর্পিত হইয়াছিল। সভ্যদিগের বিবেচনায় এই অল্পবয়স্ক বালকের রচিত কাব্যখানি সে বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইল; সুতরাং তিনি নিরূপিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রোমীয়দিগের রীতি ছিল কোনও ব্যক্তি অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিলে লোকের উৎসাহবর্ধনার্থে তদীয় ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি নির্মিত করাইয়া নগরের সর্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিতেন। এই প্রতিমূর্তির মস্তকে একটি মুকুট অর্পিত হইত। এইরূপ অল্পবয়স্ক সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনা করিয়াছেন; এজন্য সকলে যৎপরোনাস্তি আহলাদিত হইয়া তদীয় প্রতিমূর্তি নির্মিত করাইলেন।

প্রকাশ্য স্থানে প্রতিমূর্তি স্থাপনের দিন স্থির হইল। নিরূপিত স্থানে বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাহারা কাব্যরচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর প্রধান রাজপুরুষ প্রতিমূর্তির মস্তকে মুকুটস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বেলিরিয়স্ এক যুবাণুবৎসকে দেখিতে পাইলেন। এই যুবাণুবৎস পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় বিরচিত কাব্য পঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাহার রচিত কাব্য অনেকের বিবেচনায় অত্যাৎকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু বেলিরিয়সের রচিত কাব্য অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট; এজন্য পুরস্কার না পাওয়াতে তাহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

বেলিরিয়স তদীয় আকারে ক্ষোভ ও বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুকিতে পারিলেন পুরস্কার পান নাই বলিয়া ইনি এত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ তাহার ভাব দর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজপুরুষের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া স্বীয় প্রতিদ্বন্দীর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন দেখুন আপনি যে কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনিই পুরস্কার পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু আমার বয়স অতি অল্প; এত অল্প বয়সে কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছি; এজন্য বিচারকেরা আমার উৎসাহবর্ধনের নিমিত্ত, আমায় পুরস্কার দিয়াছেন; গুণ অনুসারে বিবেচনা করিলে, আপনারই পুরস্কার পাওয়া উচিত।

এইরূপ বলিয়া, সেই বালক আপন প্রাপ্য মুকুট হর্ষোৎফুল্ল লোচনে প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে স্বীয় প্রতিদ্বন্দীর মস্তকে স্থাপিত করিলেন; সমবেত সমস্ত লোক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের ঐদৃশ অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব সৌজন্য ও সম্বিবেচনা দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দোষ স্বীকারের ফল

একদা জার্মান দেশের কোনও রাজা ফ্রান্সদেশে পর্যটন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশে টুলো নামক স্থানে সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল। একদিন তিনি অস্ত্রশালা

দেখিবার নিমিত্ত, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে তাহাকে সমস্ত দেখাইলেন; তত্ত্বাবধায়কের বিনীত ও সৌজন্যপূর্ণ বাবহার দর্শনে রাজা সান্ত্বিত্য প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন।

অস্ত্রশালাদর্শন সমাপ্ত হইলে তত্ত্বাবধায়ক রাজার সম্মুখবর্তী হইয়া বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ অত্রতা কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আপনি যাহাকে নির্দিষ্ট করিবেন আপনকার সম্মানার্থে আমি তাহাকে কারামুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়।

রাজা তত্ত্বাবধায়কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং লোক নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধায়কের সম্মতিবাহারে কারাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটেই উপস্থিত হইলেন; এবং কি কারণে তুমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছ, এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কয়েদী বলিল, মহারাজ আমার কোন অপরাধ নাই; বিনা অপরাধে আমি কারাগারে রুদ্ধ হইয়াছি। মহারাজের অবিচার অত্যাচার ও মিথ্যাভিযোগের জ্বালায় এদেশে বাস করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ও রাজপুরুষেরা বিচারবিমুখ হইয়া সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন; তাহাদের অত্যাচারে এদেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না। কেহ কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেন; আর রাজ পুরুষেরা কাহারও উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

অবশেষে রাজা এক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বলিল, মহারাজ, আমি অতি দুঃখম্ভাব ব্যক্তি; স্বভাবদোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার ও কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছি বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুরাত্মা আর নাই। পূর্বে আমি আপন দোষ বুকিতে পারিতাম না; এক্ষণে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্পষ্ট বুকিতে পারিয়াছি আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ, সে বিবেচনায় আমি লঘুদণ্ড পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থির দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তত্ত্বাবয়ককে বলিলেন আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তিরই কারামুক্ত হওয়া উচিত। অতএব আমি এ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিলাম। তদনুসারে সে ব্যক্তি সেই দণ্ডে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিন্ততা

আমেরিকা দেশে ইংরেজদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ইংরেজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ ইংলণ্ডের রাজ্যশাসনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডে রাজা ও প্রজার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ আমেরিকার উপনিবেশবাসী

প্রজাবর্গেরও ইংলন্ডের রাজার প্রতি সেইরূপ সম্মান ছিল। ফলতঃ এই উপনিবেশ ইংলন্ডরাজ্যের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত।

উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গ ইংলন্ডের রাজ্যশাসন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন অনেক বিষয়ে তাহাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইতেছিল। ঐ সমস্ত অবিচার অত্যাচারে ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনিবেশবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন ইংলন্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবেন; অর্থাৎ ইংলন্ডের সহিত আর কোনও সংস্রব না রাখিয়া উপনিবেশবাসীরা রাজ্যশাসনকার্য আপনাই সম্পন্ন করিবেন।

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে উপনিবেশবাসীরা ইংলন্ডে রাজবিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিরোধী শক্তির নিমিত্ত ইংলন্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয়পক্ষে যোরাতির সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে উপনিবেশবাসীরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং সর্বতোভাবে স্বাধীন হইয়া আপনারা উপনিবেশের রাজ্যশাসনকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

যখন এই উপলক্ষে ইংলন্ডের সহিত উপনিবেশের প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয় তখন উপনিবেশবাসীরা সমবেত হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের প্রতিনিধি স্থির করিয়া একটি প্রতিনিধিসমাজের স্থাপন ও ঐ সমাজের উপর সমস্ত কার্যনির্বাহের ভারার্পণ করেন। প্রতিনিধিরা সমাজে সমবেত হইয়া সর্ববিষয়ে সর্বশেষ সমালোচনা পূর্বক সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতেন।

এই প্রতিনিধিদের সভাপতি রীডসাহেব যারপরনাই ধর্মশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন; সবিশেষ যত্ন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে কার্যনির্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্বসময়ে বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলন্ড হইতে কতিপয় দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, সভাপতি রীডসাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলন্ডের ইস্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়; তখন তাঁহারা রীডসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি উপনিবেশের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ইংলন্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা তাহাকে দশসহস্র গিনি উৎকোচ দিবার অভিপ্রায় করিলেন। রীডসাহেব, উৎকোচদানের প্রস্তাব শ্রবণে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, দেখুন আমি অতি হীন তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাদের রাজা আমায় কিনতে পারেন, তাহার এত টাকা নাই। এই বদিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ফলকথা এই অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, উৎকোচগ্রহণ পূর্বক স্বদেশের হিতসাধনে বিরত অথবা অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মহামতি সেনাপতি রীড সাহেব সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাহাদের অর্থলোভ অতি প্রবল এবং ধর্মান্ধবোধ ও উচিতানুচিত বিবেচনা নাই; সেই নিতান্ত নীচাশয় নরাদমেরাই

উৎকোচগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহারা ন্যায়মার্গ অনুসারে কৃতকার্য হইতে না পারে; সেই দুরাচারেরাই উৎকোচদানরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্বক স্বীয় অভিপ্রেতসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ উৎকোচদান ও উৎকোচগ্রহণ, উভয়ই সর্বতোভাবে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার তাহার সন্দেহ নেই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দস্যু, তস্কর, উৎকোচগ্রাহী, ইহারা এক সম্প্রদায়ের লোক।

নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা

জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বসময়ে আমেরিকার ইয়ুনাইটেড স্টেটস প্রদেশে একটি লোক নিযুক্ত হইবে, উহা বিলক্ষণ লাভের ও সম্মানের পদ। ঐ পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনায় দুই ব্যক্তি আবেদন করেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সভাপতির অতি আত্মীয়। সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের সমক্ষে সভাপতি এই ব্যক্তির উপর অকৃত্রিম স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার প্রদর্শন করিতেন। উভয়ে সর্বদা একত্র উপবেশন ও একত্র আহারবিহার প্রভৃতি করিতেন। বস্তুতঃ, এই ব্যক্তি সভাপতির বহু কালের আত্মীয় ছিলেন। আমি অবধারিত এই পদে নিযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে ইনি আবেদন করিয়াছিলেন; এবং সকল লোকও স্থির করিয়াছিলেন, ইনি এই পদে অবধারিত নিযুক্ত হইবেন। অপর আবেদনকারী সভাপতির চিরবিরোধী। সভাপতি যখন যাহা করিতেন, এই ব্যক্তি তাহাতেই দোষারোপ করিতেন; এবং সভাপতি যাহাতে অপদস্থ হইলেন সতত সে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইনি বিলক্ষণ কার্যদক্ষ পরিশ্রমী ও যৎপরোনাস্তি ছিলেন; বুদ্ধি ও বিবেচনা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সত্ত্ব ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্যনির্বাহ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, উপস্থিত পদে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত ইনি সর্বপ্রকারে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক সভাপতি আপন প্রিয়পাত্রকে নিযুক্ত না করিয়া, এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ইহা কেহ একক্ষণের জন্যও মনে করেন নাই।

কিন্তু ওয়াশিংটন যারপরনাই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং স্বীয় বিপক্ষকে স্বীয় আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই উপস্থিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগ দর্শনে, ব্যক্তিমাতেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদীয় স্বীয় আত্মীয় সাতিশয় ক্ষুণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন, এবং যৎপরোনাস্তি অবমানিত বোধ করিলেন। এক আত্মীয় অমুককে নিযুক্ত না করা অতি অন্যায় হইয়াছে এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন ওয়াশিংটন বলিলেন, দেখ, অমুক আমার আত্মীয় তাহার কোনও সন্দেহ নাই; এবং এতদিন আমি তাঁহার উপর ঘেরূপ স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি এক্ষণেও তদূপ করিব, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিপক্ষ তাঁহার অপেক্ষা সর্বাত্মে যোগ্য ব্যক্তি; আত্মীয় ব্যক্তির হিতসাধনের অনুরোধে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা, কোনও মতে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এজন্য আমি তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারি নাই। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, এ আমার নিজের বিষয় হইলে, আমি যথেষ্ট আচরণ করিতে পারিতাম। আমি সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি; যাহাতে সর্বসাধারণের হিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলি আমার

পক্ষে এক্ষণে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক। অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, অতএব তাহার হিতসাধন করিব; অমুক ব্যক্তি আমার বিপক্ষ, অতএব তাহার অহিতসাধন করিব; যদি এরূপ বৃদ্ধি ও এরূপ বিবেচনার অনুবর্তী হইয়া চলি তাহা হইলে এই দণ্ডে আমার সভাপতির আসন হইতে অপসারিত হওয়া উচিত।

যথার্থ বিচার

ভূরক্ষদেশীয় এক ধনবান্ ব্যক্তি, বলপূর্বক, এক দুঃখী প্রতিবেশীর বাসস্থান অধিকার করেন। দুঃখী ব্যক্তি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে বিচারালয়ে তাহার নামে অভিযোগ করিলেন। এই ব্যক্তির নিকট বাটীর দলীল ছিল। কিন্তু, তাহার প্রবল প্রতিপক্ষ ঐ দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অর্থ বলে বহু সংখ্যক সাক্ষীর যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যায়সে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার বাসনায়, তিনি বিচারপতিকে পাঁচশত টাকা উৎকোচ দেন।

বিচারপতি অতিশয় ধর্মশীল ও নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; অর্থলোভী ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না। প্রতিবাদী উৎকোচ দেওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অন্যায় করিয়া, দুঃখী প্রতিবেশীর বাটী অধিকার করিয়াছে। আমায় হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দিল; কিন্তু, এই উৎকোচদান যে উহার পক্ষে যারপরনাই অনর্থক হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উহাকে কিছু বলিব না, বিচারের দিন, এই উপলক্ষে উহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। এই স্থির করিয়া, তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন।

বিচারের দিন ঐ দুঃখী ব্যক্তি, বিচারপতির নিকট বাটীর দলীল দাখিল করিলেন, কিন্তু অর্থবল নাই, এজন্য ঐ দলীলের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একটি সাক্ষীরও যোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে তদীয় প্রতিপক্ষ বহুসংখ্যক সাক্ষী দ্বারা ঐ দলীল কৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিচারপতিকে বলিলেন, যদি এ বাটী উহার হইত; তাহা হইলে অন্ততঃ একজনও উহার পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিত। যখন উহার একটিও সাক্ষী নাই তখন এ বাটী আমার বলিয়া বিচারালয়ে অভিযোগ করা কতদূর অন্যায় হইয়াছে ধর্মাবতার তাহার বিচার করুন।

এই কথা শুনিয়া বিচারপতি বলিলেন ইহা যথার্থ বটে, ও ব্যক্তি আপন অধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটিও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমি উহার পক্ষে অন্ততঃ পাঁচ শত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারি। এই বলিয়া তিনি প্রতিবাদীর দত্ত পাঁচশত টাকা বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বলিলেন ও ব্যক্তি যে ঐ বাটীর যথার্থ অধিকারী এই পাঁচ শত টাকা তাহা সম্পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া তিনি যথোচিত ভর্ৎসনা ও ঘৃণা প্রদর্শন পূর্বক টাকার তোড়াটি প্রতিবাদীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন; এবং বাদী বাটীর যথার্থ অধিকারী বলিয়া মোকাদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন।

যেমন কর্ম তেমনই ফল

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপনহেগেন্ নগরে ক্রিস্টিয়ন টুল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রিস্টিয়ন রোজন্ ক্রেন্জ নামে আর এক ব্যক্তি ঐ নগরে বাস করিতেন। ক্রিস্টিয়ন টুলের মৃত্যু হইলে তিনি তাহার সহধর্মিণীকে বলিলেন কিছুদিন পূর্বে তোমার স্ত্রীপুরুষের আমার নিকট যে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছে তাহার পরিশোধ কর। ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন আমরা কখনও আপনার নিকট ধার করি নাই; আপনি ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকের ও তদীয় স্বামীর স্বাক্ষরিত খত দেখাইলেন। খত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন এ খত জাল; আমি কখনও এ খতে নাম স্বাক্ষরিত করি নাই।

রোজন্ ক্রেন্জ টাকা আদায়ের জন্য ঐ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিলেন। বিচারপতি ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঋণ পরিশোধের আদেশপ্রদান করিলেন। স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে ডেন্মার্কের অধীশ্বর চতুর্থ ক্রিস্টিয়নের নিকট আবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা কখনও অমূকের নিকট টাকা ধার করি নাই; তিনি জাল খত প্রস্তুত করিয়া, আদালতে আমার নামে নালিশ করেন। ঐ খত দেখিয়া বিচারপতি আমার প্রতি ঋণ পরিশোধের আদেশ দিয়াছেন। আমি মহারাজের নিকট ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমরা উহার নিকট কস্মিন্কালেও টাকা ধার করি নাই। মহারাজ দয়া করিয়া এই বিষয়ে বিচার না করিলে, আমি জনোর মত উচ্ছিন্ন হই।

আবেদন পত্র পড়িয়া রাজা অজিকার করিলেন আমি এ বিষয়ের যথোচিত বিচার করিব। অনন্তর তিনি রোজন্ ক্রেন্জকে আপন নিকটে আনাইলেন। এ বিষয়ে তাহার সহিত ক্রিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন, এ দেনা বাস্তবিক নহে। তখন তিনি তাহাকে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি বলিলেন; মহারাজ, উহারা খত লিখিয়া টাকা লইয়াছে; আমি এ টাকা কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। রাজা, তাহার নিকট হইতে খতখানি লইলেন; এবং বলিলেন, তুমি এক্ষণে এখান হইতে যাও; আমি শীঘ্রই তোমার খত ফিরাইয়া দিব।

এই বলিয়া তাঁকে বিদায় দিয়া, রাজা একাকী সেই খতের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের পর দেখিতে পাইলেন যে কাগজে খত লিখিত হইয়াছে, ঐ কাগজ যে কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে, ঐ কারখানা, খতের তারিখের অনেক দিন পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর সবিস্ত অনুসন্ধান দ্বারা উহাই যথার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর রোজন্ ক্রেন্জ জালখত প্রস্তুত করিয়াছেন, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই বিষয় গোপন রাখিয়া, রাজা কতিপয় দিনের পর, রোজন্ ক্রেন্জকে ডাকাইলেন; এবং বলিলেন, আমি পুনরায় তোমায় সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তুমি এই অনাথা বিধবার উপর দয়াপ্রকাশ কর; যদি না কর, জগদীশ্বর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবেন। রাজা

বলিলেন, এ বিষয়ে বিবেচনার নিমিত্ত তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিতেছি; বিবেচনা করিয়া যাহা স্থির হইবে, এক সপ্তাহ পরে আমায় জানাইবে।

এই বলিয়া সে দিন রাজা তাঁহাকে বিদায় দিগেন। সপ্তাহ অতীত হইলে, সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন; মহারাজ, আপনকার আদেশ অনুসারে সবিশেষ বিবেচনা ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, এ টাকা না পাইলে আমার পক্ষে বড় অনায়াস হয়। আমি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এ বিষয়ে আপনকার অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য আমার অপরাধ হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জনা করিবেন।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার কোপানল বিলক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর নির্ধারিত দিবসে জালখতের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিচার পূর্বক সেই বৃত্ত জাল ইহা সর্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া, তিনি ঐ দুরাত্মার যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করিলেন; এবং সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।

পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃত্ববৎসল্য

ইংলণ্ড দেশে গ্রেনবিল্ নামে এক বিলক্ষণ সজ্জনপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুনিলে পাইলেন এবং অবশেষে অবধারিত জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দুচরিত্র হইয়াছেন। তখন তিনি এই বিবেচনা করিলেন, এরূপ দুচরিত্রকে বিষয়ের অধিকারী করা কোনও মতে উচিত হইতেছে না; তাহা করিলে অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বিষয় নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি স্থির করিলেন কোনও আত্মীয় দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার সতর্ক করা আবশ্যিক। তদনুসারে এক আত্মীয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার চরিত্রদোষ দর্শনে, এক্ষণে আর তাঁহার সেবুপ অভিপ্রায় নাই যদি অল্প দিনের মধ্যে তোমার চরিত্রের সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তিনি তোমায় বিষয়েই অধিকারী করিবেন না। অতএব যাহাতে তোমার চরিত্র অবিলম্বে সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান হও। নতুবা বিষয়প্রাপ্তি আশায় বিসর্জন দাও।

এইরূপ সতর্ক করিলেও তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না। তখন গ্রেনবিল্ কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিন্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন পিতা তাঁহাকেই বিষয়ের অধিকারী করিবেন; চরিত্রের সংশোধন না হইলে তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কেবল ভয় প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিলেন পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি আমি অসৎপথবর্তী না হইতাম, সমস্ত পৈতৃক ধনে অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। পিতা আমায় সতর্ক করিয়াছিলেন; তথাপি আমার জ্ঞানের উদয় হইল না। আমি পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই

আমারই সম্পূর্ণ দোষ। এইরূপে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তদীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল।

কনিষ্ঠ সাতিশয় পিতৃভক্ত ও নিরতিশয় ভ্রাতৃত্ববৎসল ছিল। জ্যেষ্ঠ চরিত্রদোষবশতঃ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন ইহা দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত হওয়াতে তিনি সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন ইহাতে কিছুমাত্র সুখী ও আহলাদিত হয়েন নাই। অনন্তর যখন দেখিলেন জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি পিতার জীবদ্দশায় ইহার চরিত্রের এরূপ সংশোধন হইত; অথবা পিতা এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, এবং ইহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে পাইতেন; তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ইহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন। ইহাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। সেই চিরন্তন বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব যাহাতে ইহার মনোদুঃখ দূরীভূত ও পিতার মনস্কাম পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক।

এইরূপ আলোচনা করিয়া একদিন কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় আত্মীয়কে আহার করাইবার উদ্যোগ করিলেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠের সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। তিনি মনে করিলেন, আর কোনও আহারদ্রব্য উপস্থিত হইল। পাত্রের আবরণ অপসারিত করিয়া, তিনি তাহাতে আহারদ্রব্যের পরিবর্তে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত আত্মীয়বর্গ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া ঐ কাগজখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ সহাকারে কনিষ্ঠকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ কাগজখানি দানপত্র। উহার মর্ম এই—পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবে, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের চরিত্রদোষ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি এক আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, চরিত্র সংশোধিত না হইলে তিনি তাঁহাকে বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। দূর্ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তদীয় চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমায় স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। যদি পিতৃদেব এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতেন, জ্যেষ্ঠকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ মর্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন; এবং জনসমাজে নিরতিশয় অনাদরগী ও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। অতএব পিতৃদেবের অভিপ্রায়সম্পাদন ও জ্যেষ্ঠের মনোবেদনা নিবারণের নিমিত্ত পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি যথোপযুক্ত হইয়া, আহলাদিত চিত্তে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিলাম। অদ্য অবধি তিনি পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

সংসারে এরূপ নিঃস্পৃহ, এরূপ, পিতৃভক্ত, এরূপ ভ্রাতৃত্ববৎসল নিতান্ত বিরল।